সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৪১

৯. কিতাবুস সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ আহলে কিতাবের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আসরের সালাত আদায় করলে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব

ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

আরবী

1741 ـ أخبرنا أبو خليفة حدثنا علي بن المدني حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشاهد)

والشاهد: النجم.

الراوي : أبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ | المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 1741 | خلاصة حكم المحدث: صحيح ـ ((مختصر مسلم)) (215)، ((التعليق الرغيب)) (1/ 163).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا: النَّجْمَ وَلَمْ يُرد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرى الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الْأَثِيرِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ وَالْمَأْبِضُ وَالْمِعْصَمُ وَالْمِرْفَقُ وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ وَالْعَيُّوقُ ورِجلُ الْعَيُّوقِ وَالْأَعْلَامُ وَالضَّيِّقَةُ وَالْقِلَاصُ وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلَّا الْعُيُّوقَ فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ وَغَابَتِ الشَّمْسُ يَرَى الْعَيُّوقَ

وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ.

বাংলা

১৭৪১. আবূ বাসরা গিফারী জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে আসরের সালাত আদায় করেন, অতঃপর বলেন, “এই সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে অবহেলা করেন এবং তা পরিত্যাগ করে। কাজেই তাদের মাঝে যারা এই সালাত আদায় করবে, তার জন্য এর দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। তারপর সন্ধাতারা দেখার আগ পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই।”[1]

আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আরবরা সুরাইয়া (প্লেইডেস বা সপ্তর্ষি তারকাগুচ্ছ) কে তারকা হিসেব অভিহিত করে থাকেন। যদিও হাদীসে উল্লেখিত ভাষ্য দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা উদ্দেশ্য ছিল না যে, সুরাইরা নক্ষত্রমন্ডলী উদিত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সূচনা হয় না। কেননা সুরাইরা নক্ষত্রমন্ডলী দিগন্ত কালো ও পরিবর্তিত হওয়ার পরেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমার মতে উক্ত হাদীসের অর্থ হলো: الشَّاهِد। হলো সুরাইরা নক্ষত্রমন্ডলীর প্রতিবেশি নক্ষত্র, যা সবার আগে প্রকাশিত হয়। সুরাইরা নক্ষত্রমন্ডলীর প্রতিবেশি নক্ষত্রগুলি হলো কাফ্ফুল খাযীব, কাফ্ফুল জাযমা, মা‘বিয, মি‘সাম, মিরফাক, ইবরাতুল মিরফাক, আইয়ূক, রিজলুল আইয়ূক, আ‘লাম, যাইয়িকা, কিলাস প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে আইয়ূক তারকা ব্যতীত অন্যান্যগুলি উজ্জ্বল তারকা নয়। আইয়ূক (ক্যাপেলা) লাল বর্ণের উজ্জ্বল একক তারকা, এটি সুরাইরা নক্ষত্রমন্ডলীর পৃষ্ঠদেশের দিকে উত্তর গোলার্ধে উদিত হয়। এটি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়েই প্রকাশিত হয়। কোন মানুষের দৃষ্টিতে সামান্যতম দৃষ্টিশক্তি থাকলেও, সে এই আইয়ূক তারকা দেখতে পাবে। এটিই হলো হাদীসে বর্ণিত الشَّاهِد। তারকা, যা প্রকাশিত হলে মাগরিবের সালাত আদায় করা বৈধ হয়ে যায়।”

ফুটনোট

[1] দুলাবী, আল কুনা ওয়াল আসমা: ১/১৮; মুসনাদ আহমাদ: ৬/৩৯৬; সহীহ মুসলিম: ৮৩০; তাবারানী: ২১৬৫; নাসাই: ১/২৫৯।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুখতাসার মুসলিম : ২১৫)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ আবূ বাসরা আল গিফারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=90957

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন